নিরন্ন – সীমান্ত মনির

আমার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখবেন পাকস্থলীর অভিশাপে আমার মৃত্যু হয়েছে
আমার রক্ত মিথ্যা বলবে না
তাকে প্রশ্ন করুন
সে বলবে
তার কণিকায় কণিকায় মিশে থাকা
ক্ষুধার বিষাক্ত ইতিহাস
নির্বাক মুখ মিথ্যা বলবে না
আমার চোখে চোখ রাখো
পড়ে নাও ক্ষুধার কাব্য
আমি দুভিক্ষের কালো পোস্টার
নিরন্ন পৃথিবীর জ্বলন্ত ইতিহাস

বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে আমি নিরন্ন মানুষ
বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে আমি ড্রেনের ময়লা জল চেটে নেওয়া
বুভুক্ষু কুকুর
বাবু- তোমাদের সাজানো ভাতের থালার সামনে আমি আবর্জনা থেকে উড়ে আসা মাছি

আমি উঠে এসেছি
এগারোশ ছিয়াত্তর সন থেকে
নগ্ন শরীরে দাঁড়িয়েছি
তোমাদের খাদ্যের সামনে
মাটির ভাঙ্গা সানকি হাতে
আমি উঠে এসেছি ঊনিশশ তেতাল্লিশ থেকে ছুটে বেড়াচ্ছি গলির পর গলি
রাজপথ

আমাকে কুকুর ভেবে চারটা ভাত দিন আমাকে শুয়োর ভেবে
কাদার ভিতর ফেলে দিন অর্ধেক
শুকনো রুটি
আমাকে ডাস্টবিন ভেবে

□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□ □□□ □□□ □□□□□
□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□ □□□ □□□□ □□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□ □□□□ □□
□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□

□□□□ □□ □□□□ □□□□ – □□□□□□ □□□□□ □□□□□ (□□□)

□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□,
□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□,
□□□□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□,
□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□
□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□,
□□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□□□

□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□,
□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□□,
□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□,
□□□□□□ □□□□- □□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□,

মাথায় রেখো ভাই!
আমার যাহা নয় ক্ষয় তার হবে নিশ্চয়।

জ্যোতিষ বাবু – সাঈদুর রহমান লিটন

ভাগ্য এখন খুবই মন্দ
যাচ্ছে নাতো ভালো,
হস্ত রেখা বদলে নিয়ে
জ্বালবো ঘরে আলো।

সেই কারণে ঘরে ডাকা
মস্ত বড় জ্যোতিষ,
এত্ত বড় তিলক কাটা
নামটা বাবুর সতীশ।

ভাগ্য বলে সতীশ বাবু পাঁজি হাতে পাক্কা,
মুখ দিয়ে যা বলে দিবেন ফলবে যেনো ছাক্কা।

সতীশ বাবু বলেন যেদিন তোমার হবে দিনটা,
সেদিন কিন্তু ভাগ্য গুনে বাজবে বিষের বীণটা।

আমি – রাহিয়া সুলতান

আমি কল্পনা করতে ভালোবাসি,
তাই কল্পনা প্রিয় মানুষ আমি।
আমি নিরব হয়ে লিখতে ভালোবাসি,
তাই নিরব আমি।

আমি চাঁদটাকে দেখতে ভীষণ ভালোবাসি
তার চারপাশে আকাশ জুড়ে তারার মেলা,
মেঘের সাথে আড়াল হয়ে উকি ঝুকি
লুকোচুরি খেলতে ভীষণ ভালোবাসি।

আমি দু’হাত মেলে রাতের আধারে
মিষ্টি বাতাস স্পর্শ করতে ভালোবাসি।
তখন মনে হয় যদি আমি পাখি হতাম তাহলে
উড়ে যেতাম ডানা মেলে বাতাসের সাথে বন্ধুত্ব করতে।

আমি গান গাইতে ভালোবাসি,
মৌমাছির মতো গুন গুন করে।
আমি স্বপ্ন দেখি,
ঠিক আমার মতো করে।

উদাস মনে ভাবতে আমি ভালোবাসি,
তাই উদাসী আমি।
আমি অল্পতে অনেক কষ্ট পাই,
কারণ অবুঝ মন আমার।
আমি অবিরাম চেষ্টা করে যাই,
আমার স্বপ্নের দ্বারাপ্রান্তে পৌঁছাতে।

মহামারি করোনা – এম. সোহেল

রানা

মহামারি করোনা আতঙ্ক কর্মহীন মানুষ ঘরে ঘরে, তিন বেলা দু’মুঠো ভাত জুঠছেনা সন্তানদের গালে।

আকাশ বাতাস ভাইরাসে
ভারি সংক্রমনের ভয়ে, কলিজার টুকরা সন্তানকে স্পর্শ করেনা বাবা-মা’য়ে।

করোনাতে মৃত্যু হলে লাশ গ্রহণ করছেনা পরিবারে, মানবিকতার যে অবক্ষয়
তা মিলছে দাফন কালে।

আমার আমার বলে তুমি
গড়ে তুলেছো বহু তলা, করোনা আক্রান্তের কালে
সাহায্যে কি লাগছে তা?

কিয়ামতের আলামত দেখ
বেঁচে থেকে দুনিয়াতে,
কেউ যে কারো নয় প্রমাণিত
হলো মহামারি করোনাতে।

ভাবনা শুধু বৃথা – মোছাঃ ইসরাত জাহান ইভা

কাটছে আমার দিনরজনী,
শুধুই যথাতথা।

এভাবেই চলছি আমি, অযথায় একা। দিন কেটে যায় ছুটেই আমার, সন্ধে ফিরি নীড়ে।

বেলকনিতে বসে যখন,
পবন প্রশ্ন করে।
রািএ তখন গভীর ছিল,
চারিদিকে স্তব্ধ।

হঠাৎ করেই শুনতে পেলাম, হুতুম পেঁচার শব্দ।
নিরব রাতে একলা আমি, আকাশ পানে চেয়ে।

ভাবছি শুধুই একটি কথা, বৃথা কী সব হবে?
জীবন আমার চলছে হেথায়, হচ্ছে না কিছু মন্দ।

চিন্তা করে দেখি সেথায়,
চলছে কিছু দন্দ।
দিবা যখন উঠলো হেসে,
ওই পূর্বদিগন্তে।

আবার বুঝি সময় হলো,
ছুটতে পদাশ্রান্তে।
নিজো নিজো হস্ত ধরে, কইলাম তবো একাই।
চলতে হবে একাই তোমায়,
ভাবনা শুধু বৃথা।

অনুক্তি – নাসিম আহমেদ

মনের কিছু কথা আছে
মনেই রয়ে যায়,

না বলতে পারার আস্ফালনে হৃদয় পুড়ে ছাঁই!

মনের কিছু কথা আছে
যায়না বলা মুখে,
কিছু কথা দূরে থেকেই
হয় চোখে চোখে!

মনের কথায়,মুখের কথায়
ভালোবাসার গেম,
না বলা অনুক্তি বুঝলে
তাকেই বলে প্রেম।

জানি দেখা হবে – আরোহী ইসলাম

জানি দেখা হবে,
আমার অপেক্ষার পথ চেয়ে থাকা
কোনো এক মেঘলা দিনে,
ঘন বর্ষণে তুমি আর আমি,
মাঝ রাস্তায় দাড়িয়ে হয়তো দেখা হবে।

আধার কালো কোনো এক রাতে দীঘীর পাড়ে জোনাকির আলোয় তোমায় দেখবো আমি। জানি দেখা হবে ঐ কৃষ্ণচূড়া গাছটার নিচে,

কোনো এক বসন্তে মিষ্টি কুহুর ধনি শুনে হয়তো আবার ও বলবে ভালোবাসার জন্য। তোমার এখ জোড়া চোখের মায়া
আর একটি হৃদয়ই যথেষ্ট।

জানি দেখা হবে কুয়াশা ঘেরা
শীতের নতুন এক ভোরে,
খালি পায়ে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর হেটে চলা মাঝ পথে, হয়তো দেখা হবে,

শিউলি ফুলের মুগ্ধতার শুভাসে হারিয়ে যাবো কয়।

এক মুহূর্ত সিগ্ধ মুড়ানো ভালোবাসার চাদরে,
আমার অপেক্ষায় তুমি আর
তোমার অপেক্ষায় আমি আর আমার
এক জোড়া চোখ শুধু তোমার অপেক্ষায়।

আমি এক শান্তির পুজারি – আনিতা

আমি এক শান্তির পুজারি,
পাতা ঝরা দুঃখ গুলো মুছে,
দিবি তোরা আমি এক শান্তির পূজারি।

তোর তো কোন কিছু অজানা নয় প্রকৃতি
তবে আর তোর কাছে কি গুটিয়ে রাখবো,
হয় তো মুক্তি দে চির তরে,
নয় তো খুব শক্ত অদৃশ্য বাধনে বেধে দে!

যা আমার আমিকে পূর্ন্য করে।
যদি ইচ্ছে টা আামার অধিকতম
মনে করিস তবে তোর কোলে
মাথা রেখে ঘুমোতে দিস আমার প্রকৃতি মা,

তোর স্নিগ্ধতার পরশটুকু আমার ব্যাকুল মনের যে প্রশান্তির জায়গা জুরে দিবে,
আমি তাতেই সস্তির শেষ
নিঃস্বাস টুকু নিতে চাই মা।

তুই জানিস মা তোর সন্তান
কতটা শান্তি প্রিয়সী
তোর বুকে মাথা রেখে
সে টুকু অনুভব করতে চাই মা।

জমকালো এই রং এর মহলে
আমি বড্ড বেমানান,

□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□

□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□
□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□□ □□□□□□□ □□□,
□□ □□□□□□□ □□□□

□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ – □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□
□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□!
□□□□ □□□□-□□□□,□□□□□□ □□□□□ □□□
□□ □□□□□□ □□□-□□□□□□

□□□□□□ □□□□-□□□□□ □□□□, □□□□□□□ □□□
□□□□□□□□-□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□!
‘□□□□□ □ □□□□-□□□□’ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□
□□□-□□□□□□□ □□□□□□□ □□□-
□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□

□□□□ □□□□, □□□-□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□-
□□ □□□□□□□ □□□, □□ □□□□ □□□ □□□-
‘□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□’-

□ □□□□□□□ □□□□,□□□□ □□□□
□□□ □□□□, □□□-□□ □□□□□ □□□□□!
□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□,
□□ □□□□ □□□□□, □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□!